COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক

PROKAS Promoting Knowledge for Accountable Systems

# জলবায়ু তথ্য পরিক্রমা

১ম সংখ্যা, শ্রাবন-ভাদ্র ১৪২৪, অগাষ্ট -২০১৭ ১ম বর্ষ,

## জলবায়ু অর্থায়নের সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সিএফটিএম

বৃটিশ কাউন্সিলের (প্রকাশ)আর্থিক সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট ''জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা অর্জন কৌশল (সিএফটিএম)" প্রকল্প নামে ইস্যু ভিত্তিক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় । জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় এমন ৩টি জেলার (ভোলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালী) ১২টি উপজেলায় প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে।

প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারি ও বিদেশী দাতা সংস্থার বরাদ্দকৃত তহবিলের কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করা। জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার উপর স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করা তাদের বিশ্বাস অর্জন করা এবং জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রদান করা।

উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ১২টি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দল তৈরি করা তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা যেনো তারা জলবায়ু অর্থায়ন কার্যক্রমগুলো নিয়মিত মনিটরিং করতে এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে পলিসি এডভোকেসি করার বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসমুহ টেকসই হবে। প্রকল্পটি ইতিমধ্যে তৃনমুল থেকে শুরু করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তার কার্যক্রম এর গতি বৃদ্ধি করেছে।

## জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজ

প্রকল্পটি তার কর্ম এলাকার আওতাধীন ১২টি উপজেলায় বিভিন্ন পেশা ও শ্রেনীর নাগরিকদের সমন্বয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের সভা-বাউফল উপজেলা,পটুয়াখালী।

বিষয়ক নাগরিক সমাজ গঠন কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বর্তমানে দ্বীমাসিক/ত্রৈমাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছে। নাগরিক

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের সভা-তজুমুদ্দিন উপজেলা,ভোলা।

বিষয়ক অর্থায়নের স্থানীয় সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপন করার উদ্যোগ নিচ্ছে এবং চাহিদা নিরুপন স্বাপেক্ষে স্থানীয় প্রশাসন ও জন-প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তি ও বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবী করা সহ স্থানীয় জনগন ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সংগঠনটি জলবায়ু অর্থায়নের সেতু বন্ধনের কাজ করার স্বক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছে । যার ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসমুহ টেকসই হবে, উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প শেষেও তাদের কাজের ধারা প্রতিনিয়ত অব্যাহত থাকবে।গত এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে ভোলা, কক্সজার ও পটুয়াখালীর কমিটি গঠনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এখন তারা নিয়মিত সভা করছে এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

## উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প অবহিতকরন সভা

ভোলা ,কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলার ১২টি উপজেলায় ইতিমধ্যে প্রকল্পের অবহিতকরন সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিত সভা- কুতুবদিয়া উপজেলা,কক্সবাজার

সভাগুলোতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, সুশিল সমাজ, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব, নাগরিক সমাজের সংগঠন এর নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই অংশগ্রহন করেন।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করেন এই ধরনের অবহিতকরন সভার ফলে একদিকে যেমন প্রকল্পের লক্ষ , উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত অংশগ্রহনকারীরা স্পষ্ট ধারনা লাভ করেছে ঠিক তেমনি নাগরিক সমাজের সংগঠন এর নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সু সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর থেকে জলবায়ু তহবিলের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে ভুমিকা রাখবে।

অবহিতকরন সভায় আলোচকদের বিভন্ন বক্তব্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বতা উপলব্ধি হয়েছে

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিত সভা- পটুয়াখালী সদর উপজেলা,পটুয়াখালী

বারবার। তারা মনে করছে টেকসই উন্নয়ন না হলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সম্ভব নয় এজন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা।
তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ই জুন ২০১৭ অনুষ্ঠিত পটুয়াখালী সদর উপজেলার প্রকল্প অবহিতকরন সভার সভাপতি মো: বাকাহীদ হোসেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বলেন কোস্ট ট্রাস্ট উপকুলের গরীব মানুষের জন্যই কাজ করে এবং তাদের পক্ষে সব সময় কথা বলে এবং তারা জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে সরকারকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে সেই সাথে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবেও এডভোকেসি করছে ।প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কোস্ট ট্রাস্টকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে এবং তিনি সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন

## জেলা পর্যায়ে প্রকল্প অবহিতকরন সভা

গত অগাষ্ট মাসে জেলা পর্যয়ের প্রকল্প অবহিতকরন সভা ভোলা ও কক্সবাজার জেলায় সম্পন্ন হয়েছে।সভায় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, সুশিল সমাজ, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব, নাগরিক সমাজের সংগঠন এর নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই অংশগ্রহন করেন। আলোচনা পর্বে বক্তারা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন করেন তেমনি জলবায়ু অর্থায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট এর উপর ভিত্তি করে তাদের মতামতও প্রদান করেন।
**ভোলা :** গত ১০ই অগাষ্ট ২০১৭ সকাল ১১ঘটিকায় ভোলা, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের অবহিত করন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিত সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক- ভোলা।

আলোচনা পর্বে বক্তারা তাদের বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। নেয়ামত উল্ল্যাহ-জেলা প্রতিনিধি-প্রথম আলো বলেন শুধু মাত্র পৌরসভা নয় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়েও সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে সেই সাথে টেকসইউন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। বৃষ্টি হলেই কৃষি জমি ডুবে যায় এজন্য বিকল্প কৃষি ব্যাবস্থা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, ভোলা বলেন,আমি বলবো, এই বরাদ্ধ বাস্তবায়ন করতে হবে নদী তীরবতী এলাকায়, জনগনের ঝুকিপুর্ণ এলাকায়। মানুষের স্বক্ষমতা বাড়ানো, লাইফ স্কীল প্রশিক্ষণ ,জীবনযাত্রার মান উন্নয়নচাহিদা মোতাকেব উপকরণ প্রদানে, অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প করে, বিচ্ছিন্ন চরে পানি ,স্বাস্থ্যসেবা, শেল্টার, তাল গাছ লাগানোর প্রকল্প নেয়া ইত্যাদি । তিনি আরো বলেন আমাকে যদি কেউ বলেন জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্প কোথায় করা যেতে পারে আমি বলবো সমস্ত কাজ প্রয়োজন চরের উন্নয়নেরর জন্য। বিশেষ করে মনপুরা, ঢালচর, চরনিজাম, মুজিবনগর সহ সকল চরের।
**কক্সবাজার:** গত ৯ অগাষ্ট ২০১৭ সকাল ১১ ঘটিকায় কক্সবাজার জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প অবহিত করন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার সদর উপজেলা ও জেলার সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও এলাকার জনপ্রতিনিধি; নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধি এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণের কক্সবাজার জেলা পরিষদেও সমেল্লন কক্ষে সিএফটিএম প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা ও মতবিনিময়ের জন্য এক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব ও এডিসি জেনারেল, কক্সবাজার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ.ক.ম শাহরিয়ার, উপ পরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব হেলেনাজ তাহেরা,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শহীদুল আলম বাহাদুর। এ কে এম শাহরিয়ার, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার

জেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিত সভায় বক্তব্য রাখছেন উপ সচিব ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক- কক্সবাজার।

বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি সেক্টরে। অতি খরা এবং শীত কমে যাওয়া প্রভৃতি কারণে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে শস্যের নানা প্রকার নতুন নতুন রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে উঠছে। সভার সভাপতি উপসচিব ও এডিসি জেনারেল, কক্সসবাজার জলবায়ু পরিবর্তনের বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ক্ষতি এখন আর উপেক্ষা বা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ক্ষতি এখনি আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাশ্ববর্তী উপজেলা মহেশখালীর একটি ইউনিয়ন ধলঘাটা মাসে দুইবার জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার উপলব্ধি করেছেন যে জলবায়ু ঝুঁকি কমানোর জন্য এনজিও ও সরকার যৌথ উদ্যোগে কাজ করার এবং এ ব্যাপারে পরস্পরের তথ্য বিনিময় প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

## নাগরিক সমাজের সক্ষমতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষন

প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনকারীগন তাদের বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করছেন- ভোলা বিএমটিসি।

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজ এর নেতৃবৃন্দদের স্বক্ষমতা অর্জন বিষয়ক ২য় ব্যাচ এর প্রশিক্ষন কার্যক্রম গত ২৫-২৬ শে অগাষ্ট ভোলায় এবং ২৮ ও ২৯ শে অগাষ্ট ২০১৭ কক্সবাজার কোস্ট ব্যাবস্থাপনা ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার মোট ২৬ জন এবং কক্সবাজার জেলার ২টি উপজেলার মোট ১৬জন অংশগ্রহনকারী উক্ত প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা,'' ইতিবাচক দৃষ্টি ভংগি ও অধিপরামর্শের কৌশল সমুহ,

সিএসওদের স্বক্ষমতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষনে সেশন পরিচালনা করছেন আবুল বাশার,প্রকাশ,বিটিশ কাউন্সিল- স্থান: কক্সবাজার-সিএমটিসি।

ক্ষমতার চিত্রায়ন বিশ্লেষন, সামাজিক জবাবদিহিতা,সামাজিক নিরীক্ষার

পদ্ধতিগত আলোচনা, আমাদের আবহাওয়া ও জলবায়ু, কেন এই পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়ন কৌশল জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, আমরা নাগরিক সমাজ কি করতে পারি এবং আমাদের ভুমিকা
আসলে কোথায়??'' তাদের ধারনাকে আরো স্বচ্ছ ও উন্নত করেছে বলে মনে করছেন। পটুয়াখালী সদর উপজেলা সিএসও সাধারন সম্পাদক রাশিদা বেগম বলেন আমরা হয়তো বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু জানতাম কিন্তু এখন আমাদের সামনে পুরো বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে পরিস্কার হয়েছে আমরা বলতে পারবো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কে,কেন এবং সরকার কিভাবে অর্থায়ন করছে, আমরা কি করবো এবং কিভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করবো, আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।ভোলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সিএসও সভাপতি মো রুবেল বলেন কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা না থাকলে দক্ষতা অর্জিত হয়না এবং কাজের সুফল ও পাওয়া যায় না প্রশিক্ষন শেষে আমরা পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি আমরা এখন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো।কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সিএসও কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন জলবায়ু পরিবর্তন এর সমাগ্রিক বিষয়টি আমরা এখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পেরেছি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন হবেনা আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্বক্ষমতা অর্জন করতে পারবোনা।
নাগরিক সমাজকে দক্ষ করে তোলা এবং জলবায়ু তহবিলের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তাদের অবদান নিশ্চিত করতে সিএফটিএম প্রকল্প বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করে যা ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে।

## উপকুলের মানুষ ত্রান চায় না,বেড়ীবাঁধ চায়" দাবীতে ভোলা ও কক্সবাজারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত।

গত ১৯ জুন-২০১৭ জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের

নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দদের মানববন্ধনে অংশগ্রহন ও মতামত প্রদান-কক্সবাজার সদর

উদ্যোগে এনজিও জোটের ব্যানারে ৭দফা দাবীতে ভোলা ও কক্সবাজারে শত শত মানুষের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে
উপকুলের মানুষ ত্রান চায় না, বেড়ীবাঁধ চায়" এই দাবীকে সামনে রেখে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
সকাল ১১.০০ঘটিকার সময় ভোলা সদরের জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে এবং কক্সবাজার সদর পৌরসভার সামনে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত এই মানব বন্ধনের মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজ তাদের দাবী গুলো উপস্থাপন করেন ।
বেড়ীবাঁধ সংস্কারে ৭দফা সহ ভোলা ও কক্সবাজার জেলাকে নদীভাংগন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ দাবী করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড এর টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও সিস্টেম লস কমাতে হবে, নদীভাংগন রোধে বাস্তবায়িত কর্মকান্ডে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ঠিকাদারদের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে কাজ শেষ করতে সেনা বাহিনীর প্রকৌশলী ইউনিটকে যুক্ত করতে হবে, কর্মকান্ড গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করতে হবে, চলমান কর্মকান্ড বিষয়ে সকল তথ্য জানগণের প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করা এবং অভিযোগ ব্যবস্থানা সুযোগ নিশ্চিত করা, পানি উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্তদের জনমুখী মনোভাব গড়ে তোলা এবং জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকার এর নিকট জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করতে হবে, সর্বপরি "নদীভাংগন ও প্লাবন রোধ" উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্র বিন্দুতে বিবেচনা করতে হবে এবং আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের

মানববন্ধন শেষে সিএসও নেতৃবৃন্দের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত- ভোলা প্রেস ক্লাব,ভোলা।

বাজেটে এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। নাগরিক সমাজের সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা মানববন্ধন শেষে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং সকলের উপস্থিতিতে ৭দফা দাবী উপস্থাপন করেন।

## জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে নাগরিক সমাজের সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম।

উন্নয়নের স্বার্থে দেশে সুশাষন নিশ্চিত করতে হলে সরকারের বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন উদ্যেগে নাগরিক পর্যবেক্ষন তথা তাদের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। সরকারি সম্পদের সুষ্ঠ ও সমবন্টন নিশ্চিত করা,দুর্নীতি হ্রাস,দারিদ্র বিমোচন এবং সর্বপোরী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন

নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ উন্নয়ন কর্মকান্ড সমুহ পর্যবেক্ষন করছেন - দশমিনা,পটুয়াখালী

মান উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে সামাজিক নিরীক্ষা চর্চার গুরুত্ব অপরীসিম। কোস্ট-সিএফটিএম প্রকল্প তার কার্যক্রমের আওতাধীন ৩টি জেলার ১২টি উপজেলায়, সরকারি বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানসমুহ যারা সরকারি অথবা

নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রকল্পের গুনগত মান ও তার সন্তুষ্টি নিয়ে জনগনের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করছেন-দশমিনা,পটুয়াখালী

দাতা সংস্থা কতৃক তহবিল প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সমুহ বাস্তবায়ন করছে, সেই সকল কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।
এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাধারন নাগরিকদের সমন্বয়ে ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয় যারা সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি উপজেলার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে বাস্তবায়িত অথবা বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন, এফজিডির

মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন এবং নথিপত্র ও ডকুমেন্টশন পরীক্ষা করার মাধ্যমে সেবার বর্তমান চিত্র চিত্রায়িত করছেন। সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম করার মূল উদ্দেশ্য হলো মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যাগুলো

বাউফল উপজেলা পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত মানবন্ধনের একাংশ-বাউফল,পটুয়াখালী

চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে লবি মিটিং/নাগরিক সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কতৃপক্ষের সামনে তা উপস্থাপন করা ও সমাধানের পথ খুজে বের করার উদ্যোগ গ্রহন করা। যাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয় এবং জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্য অর্জিত হয়।

এই সামাজিক জবাবদিহিতার চর্চার ফলে একদিকে যেমন উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সেবাভোগীদের কার্যকর অংশগ্রহন ও নিশ্চিত হচ্ছে।

## জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত বরাদ্দের দাবীতে পটুয়াখালীতে মানববন্ধন

'' জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে উপকূলীয় অঞ্চলে জন-সচেতনতা

বাউফল উপজেলা পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত মানবন্ধনের একাংশ-বাউফল,পটুয়াখালী

বৃদ্ধিতে সামাজিক উন্নয়ন খাতে (শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা) পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে '' গত ৫ই জুন ২০১৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বাউফল উপজেলা প্রশাসনের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বাউফল উপজেলার জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দরা এই দাবী উপস্থাপন করেন। সাধারন নাগরিকদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক ও গন্যমান্য ব্যাক্তিরাও মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন। বাউফল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আল মাহমুদ আল জামান, ডা: মঞ্জুরুল আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,ক্ষতি গ্রস্থ ৬টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগন।নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দদের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে আরো উপস্থিত ছিলেন সুশীল সমাজ এর প্রতিনিধি,সাংবাদিক,শিক্ষক সহ সাধারন নাগরিকগনও, তারা প্রত্যেকেই এই দাবীর প্রতি তাদের একাত্মতা ঘোষনা করেন এবং অবিলম্বে এই দাবী মেনে নিয়ে সরকারের প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধির আহবান জানান।

## নাগরিক সমাজের (শিক্ষকবৃন্দের) অংশগ্রহনে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় গত ২৩ শে অগাষ্ট ২০১৭ বিকাল ৩ঘটিকায় বাংলাবাজার মাধ্যমিক বিধ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্থ ৩টি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের অংশগ্রহনে জলবায়ু তহবিল ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।জলবায়ু অর্থায়নের ব্যবস্থাপনাগত ধারনাকে আরো স্পষ্ট করতে সিএফটিএম প্রকল্পের সহায়তায় সিএসও নেতৃবৃন্দরা এই ধরনের সভার আয়োজন করে।উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দরা জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত উপস্থাপন করেন এবং তাদের করনীয় সম্পর্কে তারা মতামত ব্যাক্ত করেন।বাংলা বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাক-বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিভিন্ন মতামত প্রদান করতে হবে, আমাদের যার যার অবস্থান হতেই দায়িত্ব পালন করতে হবে ।সিএসও কমিটির সভাপতি পাভেল মো: রায়হান তার বক্তব্যে বলেন শিক্ষকরা আমাদের সমাজের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারে তাই সবার

আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন অংশগ্রহনকারীগন-দশমিনা,পটুয়াখালী।

আগে শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকরাই পাওে সমাজের বিভিন্ন সমাজের শ্রেনীপেশার মানুষদের জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকে প্রশিক্ষিত করতে। আর তাহলেই জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ জানতে পারবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

**ভোলা:** গত ২৩ আগস্ট, ২০১৭ইং তারিখে শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ধারণা এবং আমাদের ভবিষ্যতে করণীয় শীর্ষক

শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহনে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার- চরফ্যাশন,ভোলা।

আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়,সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন: জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার হোসন-উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা-চরফ্যাশন, ভোলা, এবং সভাপতিত্ব করেন: জনাব মো: জিয়াউল হক-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, চরফ্যাশন, ভোলা সভা সঞ্চালনা করনে রাশিদা বেগম-জেলা টিম লিডার,সিএফ টিএম প্রকল্প,ভোলা। প্রধান অতিথি : জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন-উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা, চরফ্যাশন- ভোলা।প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আপনারা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন প্রতিনিধি । আপনারা বিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সেশনের পাশাপাশি জলবায়ু বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। মা ও অভিভাবক সমাবেশের ম্যাধমে শিক্ষক সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করবেন। সাথে সাথে তারা কিভাবে এ পরিবর্তন মোকাবেলা করতে পারবে তার কৌশলগুলোও প্রচার করতে পারেন।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে '' জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা অর্জন কৌশল'' প্রকল্পের ভোলা,কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলার সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মোঃ আবুল হাসান
জেলা টিম লিডার
কোস্ট ট্রাস্ট- জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা অর্জন কৌশল প্রকল্প, পটুয়াখালী।
প্রকল্প কার্যালয়-
পটুয়াখালী থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
মোবাইল : ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan.coastbd@gmail.com/www.coastbd.net